০১-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা যদিও এখানে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছেন তবুও তোমাদের ওঁনাকে শান্তিধামে স্মরণ করতে হবে-- তোমাদের বুদ্ধিযোগ সর্বদা যেন উপরের দিকে যুক্ত থাকে"

প্রশ্ন:- অহো ভাগ্য (পরম সৌভাগ্য) কোন্ বাচ্চাদের জন্যে বলা হবে এবং কেন ?

উত্তর :- যে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বাবার জ্ঞান এসেছে, তাদের হল পরম সৌভাগ্য কারণ জ্ঞান প্রাপ্ত হলে সদগতি হয়। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। আর যতক্ষণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ কেউ যদি শিব বাবাকে নিজের দেহের আহুতি দেয় তবুও সেই দানের প্রাপ্তি হবে অল্পকালের জন্যে। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয় না । ভক্তিতে ভক্তি ভাবের মূল্য চানা সম প্রাপ্ত হয় , সদগতি হয়না। ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের মনে সর্বদা এই কথাই থাকে যে বাবা এসে আমাদের পড়ান। এখানে তো সম্মুখে বিরাজিত আছেন। বুদ্ধিতে থাকে -- আমাদের বাবা এসেছেন। কল্প পূর্বে যেমন হয়েছিল ঠিক সেরকম আমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিয়ে পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এইসব তোমরা বাচ্চারা জানো। আমরা যত পুরুষার্থ করব ততই উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করব। এই কথাটা বুদ্ধিতে থাকে। বাচ্চারা জানে এখন ভক্তি মার্গ শেষ হবে। ভক্তি ও জ্ঞান দুই একত্রে চলবেনা। যে মানুষ পূজা ইত্যাদি করে, শাস্ত্র পাঠ করে, সেসব কোনো জ্ঞান নয়। সে হল ভক্তি। বাবাও বলেন মিষ্টি বাচ্চারা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করা , জপ তপ ইত্যাদি করা , এই যত রকমের ভক্তি ক্রিয়া অর্ধকল্প করে এসেছ সেসব জ্ঞান নয়। জ্ঞানের সাগর একমাত্র বাবা। তিনি তোমাদের একেবারে সঠিক পথ বাতলে দেন যে বাচ্চারা এখন আমায় স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবেনা। বুদ্ধিযোগ উপরের দিকে যুক্ত থাকা উচিত। এমন নয় যে বাবা তো এইখানে তো বুদ্ধিও এখানেই থাকবে। যদিও বাবা এখানে রয়েছেন তবুও তোমাদের বুদ্ধিযোগ শান্তিধামের দিকে যুক্ত থাকা উচিত। এই জ্ঞান হল এক সেকেন্ডের। ভক্তি তো অর্ধকল্প চলেছে এবং অর্ধকল্প তোমাদের স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। ভক্তি ও জ্ঞান একত্রে চলতে পারেনা। দিন ও রাত আলাদা আছে। এই হল বেহদের দিন ও রাত। ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ বী. কে. দের দিন। বাচ্চারা জানে যে আমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছি। সত্যযুগকে বলা হয় জীবনমুক্তিধাম। এই হল জীবনবন্ধ ধাম। এই সময়ে সবাই রাবণের বন্ধনে আছে, শোকবাটিকায় আছে। তোমরা এখন সবই জেনেছ -- শোক বাটিকা আর অশোক বাটিকা কাকে বলা হয়। ভক্তি হল অবনমন কলার মার্গ।

বাবা বলেন -- এখন মুক্তিধাম ফেরার সময়। এমন কেউ বলতে পারেনা বাচ্চারা এবারে সবাইকে মুক্তিধাম ফিরতে হবে অর্থাৎ জীবনবন্ধ থেকে উদ্ধার হবে। তবে সর্ব প্রথম কোন্ ধর্ম নিয়ে জীবনমুক্তিতে আসতে হবে ? এইসবও তোমরা বাচ্চারা জানো , খেলা তা সম্পূর্ন ভারত জুড়ে। বাকি মধ্যিখানে বাই প্লট রয়েছে। সেসবের সাথে আমাদের কোনো কানেকশন নেই। জ্ঞান ও ভক্তির কথা মানুষ বুঝতে পারেনা। তাদের পার্ট নেই। পার্ট আছে তোমাদের অর্থাৎ ভারত বাসীদের । সত্যযুগের আদি সময়ে দেবী দেবতারা ছিলেন, এখন কলিযুগে অনেক ধর্ম আছে। তোমাদের এই হল লীপ জন্ম , কল্যাণকারী জন্ম। এই হল সঙ্গমের মনোরম যুগ কিনা। তোমরা জানো আমরা লৌকিক পিতার সন্তান তার সঙ্গে জীবিত অবস্থায় পারলৌকিক পিতারও সন্তান হয়েছি। লৌকিক পিতাও আছেন

পারলৌকিক পিতাও উপস্থিত আছেন। তোমাদের আত্মা বলে বাবা আপনি পরম ধাম থেকে এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলতে পারেন। যেমন আত্মাকে এই স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখা যায়না , তেমনই পরমাত্মাকেও দেখা যায়না। হ্যাঁ কিন্তু দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সাক্ষাৎকার হতে পারে। দেখানো হয়েছে যে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার হয়েছিল যে রামকৃষ্ণের আত্মা বেরিয়ে তার ভিতরে মিলিত হল। কিন্তু আত্মা মিলিত হতে পারেনা। বাকি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। পরমাত্মারও যথার্থ স্বরূপ হল বিন্দু স্বরূপ। কিন্তু গায়ন রয়েছে তিনি হলেন হাজার হাজার সূর্যের চেয়েও তেজময়। অর্থাৎ পরমাত্মা যদি সাক্ষাৎকার না করান তাহলে কারো বিশ্বাস হবেনা। বিন্দু স্বরূপের সাক্ষাৎকার হলেও কেউ বুঝতে পারবেনা কারণ ওঁনাকে কেউ জানেইনা । এই নতুন কথা বাবা-ই বলে দেন। পরম আত্মা বৃহৎ বস্তু হতে পারেননা। তিনি হলেন সুক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম । ওনার চেয়ে সূক্ষ্ম কোনো কিছু হয়না। এইসবও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আত্মা ও পরমাত্মা বিন্দু স্বরূপ , যার ভিতরে সম্পূর্ণ পার্ট অন্তর্ভুক্ত আছে। আত্মাতে ৮৪ জন্মের নিজ নিজ পার্ট সমাহিত আছে। কথাটি কত বিচিত্র। বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারেনা। এইসব কথা তোমরা বিদেশী দের বোঝাও তাহলে তারা বিস্মিত হবে এবং তোমাদের কাছে আত্ম সমর্পণ করবে। প্রাচীন ভারতের এই জ্ঞান ও যোগ তোমরা-ই বোঝাতে পারো। সর্ব প্রথম বোঝাতে হবে আত্মা-পরমাত্মা কি বস্তু। আত্মাকে বলা হয় স্টার। পরমাত্মার জন্যে বলা হয়না যে উনি হলেন স্টার। আত্মা কখনও ছোট বড় হয়না। আত্মা হল এক বিন্দু , যে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো ড্রামায় যা কিছু হয় সেসব অন্তর্ভুক্ত আছে। চক্র ঘুরতে থাকে। এইসব বুদ্ধিতে প্রাক্টিক্যালে থাকা উচিত। দুনিয়া তো এইসব কথা জানেনা। সবচেয়ে তীব্র গতি হল আত্মার , এক সেকেন্ডে কথা থেকে কোথায় চলে যায়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। ফলে সেকেন্ডে আত্মাও সেখানে পৌঁছে যায়। আত্মা বলে আমার চেয়ে দ্রুততম আর কিছুই নয়। আমার চেয়ে সূক্ষ্ম আর কিছু নয়। সূক্ষ্ম আত্মাতে সমস্ত জ্ঞান ভরা আছে। ওঁনাকে বলা হয় গড ইজ নলেজফুল। প্রথমে বলা হত ভগবান সব জানেন। এর মানে এই নয় যে বসে বসে প্রত্যেকের মনের কথা জানেন। এইসব তো ড্রামাতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

বাবা বোঝান আমি এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বীজ রূপ । বৃক্ষের বীজ যদি চৈতন্য হত তবে নিশ্চয়ই বলত যে আমি এইভাবে ভূমিতে বাস করি। গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা হয়। এই হল একমাত্র বীজ তাইনা। তোমরা আত্মারা এখানে শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে কর। বাবা কিভাবে এসে প্রবেশ করেন -- এইসব বাচ্চারা তোমরা এখন জেনেছ। বাবা এসে নলেজ প্রদান করেন , সর্বদা বসে থাকেননা। বাবা বুঝিয়েছেন যখন এই বৃক্ষের জর্জরিত অবস্থা হয়, তখন আমি আসি। এখন সহযোগের জন্যে অনেক যজ্ঞের আয়োজন হবে। এই হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ হয়না। কৃষ্ণ তো দেবতা ছিলেন। দ্বাপরে আসতে পারেননা। অতঃপর দেবতারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রে পরিণত হয়। কৃষ্ণ দেবতা দ্বাপরে আসবেন কিভাবে ? রাবণ রাজ্যে দেবতাদের আগমন হয়না। তোমরা বাচ্চারা জানো আত্মা হল অবিনাশী। আত্মাতেই সংস্কার নিহিত থাকে। শরীর তো শেষ হয়ে যায়। আত্মাতেই সুসংস্কার বা কুসংস্কার থাকে। এখন তোমরা বুঝতে পারো সকল মানুষ মাত্রই ড্রামা প্ল্যান অনুসারে পার্ট করে চলেছে। প্রথমে জানা ছিলনা যে এই সৃষ্টি কোন্ আধারে গতিশীল রয়েছে। ঈশ্বরের আধারে তো নয়। এইসব তো তৈরি করা খেলা যা অবিরাম ঘটে চলেছে। এমন নয় ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল। যেমন তোমাদের পার্ট আছে তেমনই ঈশ্বরেরও পার্ট আছে। সাক্ষাৎকারও আমি করাই। ভক্তিমার্গে অল্পকালের জন্যে সবার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। যা কিছু দান পুণ্য ইত্যাদি

করে তার প্রতিফল রূপে অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। একটু খানি সুখের প্রাপ্তি হয় তারপরে এমন কর্ম করে যে ভোগ করতে হয়। বলে হয় ভবিতব্যের নগণ্য প্রাপ্তিও (চানা সম) অনেক। ভক্তিমার্গে পরিশ্রম করে , কি প্রাপ্ত হয় ? চানা বা নগণ্য । শিববাবার উদ্দেশ্যে নিজের দেহের বলিদান করে তবুও প্রাপ্তি হয় নগণ্য স্বরূপ , স্বর্গের অধিকার তো প্রাপ্ত হয়না। কাশীতে গিয়ে নিজেকে বলিদান করলে যদিও বিকর্মের বিনাশ হয় কিন্তু পুনরায় আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ ভক্তি ভাবের প্রতিফল স্বরূপ নগণ্য প্রাপ্তি হল কিনা। জ্ঞান মার্গে তোমাদের দেখ কতখানি প্রাপ্তি হয়। তোমরা একেবারে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। কারো বুদ্ধিতে যদি এই জ্ঞান থাকে তাহলে তো পরম সৌভাগ্য। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। একেই নলেজ বা জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান একমাত্র বাবা-ই দিতে পারেন আর কেউ নয়। অনেক শাস্ত্র পাঠ করে। কুশল দক্ষ হয়ে সেই সংস্কার নিয়ে যায়। আচ্ছা , তাদের কি প্রাপ্ত হয় ? নগণ্য চানা স্বরূপ , আর কিছুই নয়। পতন হতেই থাকে। ধরো কেউ রাজার ঘরে জন্ম নেয় , আনন্দ উৎসব পালন হয় যে সে হল রাজপুত্র, কিন্তু তোমরা বলবে তার চানা সমান নগণ্য প্রাপ্তি হয়েছে। কোথায় বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করে বাদশাহী দিচ্ছেন , আর কোথায় সেসব চানা সমান নগণ্য প্রাপ্তি। কেউ অনেক দান করে। যদি রাজার কাছে গিয়ে জন্ম নেয় তবুও তোমাদের প্রাপ্তির সামনে তাদের প্রাপ্তি নগণ্য স্বরূপ। তাই এখন রাজা পদের প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করা উচিত, লৌকিক পিতাও সন্তানদের দেখে খুশী অনুভব করেন। এনারা হলেন বেহদের মাতা পিতা, যাঁদের কাছে ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত হয়। আজকাল দেখো দুনিয়ায় দুঃখ কেমন বেড়ে চলেছে। এখন হল দুঃখধামকে অন্ত সময়। পারলৌকিক পিতার কাছে বাচ্চাদের কি প্রাপ্তি হয় ? লৌকিক পিতার কাছে কি প্রাপ্ত হয় ? তফাৎ আছে তাইনা। এখানে কর্মানুসারে কেউ দরিদ্র কেউ অন্য কিছু হয়। সেখানে দরিদ্ররাও সুখী থাকে । নাম-ই হল সুখধাম। এই হল দুঃখধাম। সন্ন্যাসীরা বলে আমরা ঘর সংসার ত্যাগ করি , পবিত্র হই , ভারতকে পবিত্র করে রাখার জন্যে। গভর্নমেন্ট তাদের অনেক খেয়াল রাখে। কিন্তু দুঃখধাম কে সুখধামে পরিণত করা -- বাবার-ই কর্তব্য। সর্বকে শান্তিধাম , সুখধাম নিয়ে যেতে হবে কারণ এটি তো হল সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রশ্ন। ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তখন দেবতা ছিল। বাবা রচনা লিখতে দেন , যুক্তি দিয়ে লেখা উচিত। দেবতারা ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে আসে, তারপর পুনরায় মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়। মানুষ থেকে দেবতায় বাবা-ই পরিণত করেন , আর কারো কাছে এই শক্তি নেই। সন্ন্যাসীদের সহযোগে ভারতের লাভ হয়। পবিত্র থাকে, প্রথমে রচয়িতা ও রচনা সম্বন্ধে বলা হত অন্তহীন, আমরা সঠিক জানিনা। এখন বলে দেয় আমরা-ই হলাম ভগবান। তত্ব কে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হবেনা। বাবার মহাবাক্য হল মামেকম স্মরণ করো তবেই বিকর্মের বিনাশ হবে। আমি হলাম পতিত পাবন। আমি এসে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করি। সমস্ত দুনিয়ায় আগুন লাগবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত। ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী সমস্ত দুনিয়া হল নাস্তিক। বাবা বলেন আমি এসে সবাইকে আস্তিক অর্থাৎ ভগবান বিশ্বাসী করি । এখন যারা একেবারে তমপ্রধান হয়েছে তারা নিজেদেরকে ভগবান বলে দেয়। তোমরা তো এই সৃষ্টি চক্রের রহস্য জেনে চক্রবর্তী রাজা হও। মহাবীর হও। তোমরা তো প্রালব্ধ রূপে অনেক কিছু প্রাপ্ত কর। তারা কি প্রাপ্ত করে ? চানা অর্থাৎ নগণ্য। তোমরা মায়াকে পরাজিত কর। স্ব-দর্শন চক্র হল ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের। বিষ্ণুর মন্দিরকে নর নারায়ণের মন্দির বলা হয়। বাস্তবে লক্ষ্মী নারায়ণকে দুটি করে ভূজার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁদের চারটি ভূজা দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণ দুই জন পৃথক কিনা। তারা যদি চার ভূজাধারী হয় তবে তাঁদের সন্তানরাও চার ভূজাধারী হবে। কিন্তু তেমন তো হয়না। দেখ , বাবা কত ভালো করে বোঝান। এখন তোমরা সচেতন , মাস্টার নলেজফুল হয়েছ। পতিতদের পবিত্র করতে হবে।

পরিবারজনদের তুলতে হবে। ঘরকে মন্দিরে পরিণত করতে হবে। বাচ্চারা বলে বাবা অমুকের বুদ্ধির তালা খোলো। এবারে আমি কি শুধু এই কাজ করার জন্যে বসে আছি ? তোমরা হলে ব্রাহ্মণী , কানের কাছে ভ্রমরের মতো ভুঁ ভুঁ তোমাদের করতে হবে। ব্রাহ্মণদের সার্ভিস করতে হবে। তোমাদের পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে হবে। আমি নিষ্কাম সেবাধারী , অন্য কেউ নিষ্কাম হতে পারবেনা। আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করি। আমি হই না। বাচ্চারা তোমাদের জন্যে গৃহ নির্মাণ করা হয়। আমি তো পুরাতন কুটিরে বসে আছি। এ হল আমার পুরাতন গৃহ , পুরাতন দেহ । শিব বাবা পুরাতন দেহে বাস করেন তাহলে ইনি কোথায় যাবেন ? নিষ্কাম সেবা একমাত্র বাবা-ই করতে পারেন। তোমরা জানো বাবার কাছে আমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত করি তাই খুশীতে ভরপুর থাকা উচিত। দেখো , কত উচ্চ এই জ্ঞান। ভক্তিতে কত কি দান পুণ্য , জপ তপ ইত্যাদি করতে হয়। সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। বাবা এসে জ্ঞান ঘৃত ঢালেন। সত্যযুগে সবার জ্যোতি জাগ্রত থাকে। কিন্তু সেখানে এই জ্ঞান থাকেনা যে আমরা তমপ্রধান থেকে সতপ্রধান স্বরূপে পরিণত হয়েছি। সেসব হল প্রালব্ধ , নতুন করে চক্র আরম্ভ হয়। এইসব হল অনাদি। সূর্য উদয় হয়, অস্ত হয়, এই হল পৃথিবীর চক্র । এমন নয় ঈশ্বর ঘুরিয়ে দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের কে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) প্রতিটি গৃহকে মন্দিরে পরিণত করতে হবে। পরিবার পরিজনের সেবাও করতে হবে। উচ্চ জ্ঞানের স্মরণ করে খুশীর ঝুলি ভরতে হবে।

২) কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না । নিজের বুদ্ধিকে উপরে (শান্তিধামে) যুক্ত করতে হবে। মনোরম সঙ্গম যুগে জীবিত অবস্থায় পারলৌকিক বাবার আপন হতে হবে।

বরদান :- জ্ঞান, গুণ ও শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে দান কর্তা স্বরূপ মহাদানী হও ।

ব্যাখা: সারা দিনে যত আত্মা সম্বন্ধ সম্পর্কে আসবে তাদের মহাদানী রূপে শক্তি, জ্ঞান ও গুণের দান কর। দান শব্দের রুহানী অর্থ হল সহযোগ দেওয়া। তোমাদের কাছে জ্ঞানের খাজানাও আছে তার সঙ্গে শক্তি ও গুণের খাজানাও আছে। এই তিনটিতেই সম্পন্ন স্বরূপ হও, কেবল একটিতে নয়। সে যেরকমই আত্মা হোক, গালাগালি করুক বা নিন্দা করুক -- তাকেও নিজের বৃত্তি বা স্থিতি দ্বারা গুণের দান কর।

স্লোগান - যে এক বাবার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তার উপরে অন্য কোনো আত্মার প্রভাব পড়তে পারবে না ।